[২০২১] ৭ এস.সি.আর ৪৭৯

তামিল নাড়ু রাজ্য এবং আরেকজন

বনাম

জাতীয় দক্ষিণ ভারতীয় নদী আন্তঃসংযোগ

কৃষি সমিতি

(২০২১ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৬৭৬৪)

২৩ শে নভেম্বর,২০২১

[ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং এ এস বোপান্না, বিচারপতিদ্বয়]

প্রশাসনিক আইনঃ

নীতিগত সিদ্ধান্ত - বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা- প্রয়োগ - ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ঋণ মওকুফের সরকারি আদেশ –বিরোধিতা -হাইকোর্ট ঋণ মওকুফের অনুমোদনকে 'স্বেচ্ছাচারী' বলে অভিহিত করেছে এবং জমি মালিকানার পরিমাণ নির্বিশেষে সমস্ত কৃষককে একই সুবিধা দেওয়ার জন্য রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছে–

আপিলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত ঃ

ঋণ মওকুফের প্রকল্পটি রাজ্য নীতির নির্দেশমূলক নীতিগুলির অনুসরণে - অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার সুরক্ষিত করার জন্য কৃষকদের কল্যাণকে একটি শ্রেণী হিসাবে প্রচার করার উদ্দেশ্যটি অণুচ্ছেদ , ৩৮ দ্বারা স্বীকৃত - ১৪ যেহেতু এটি কোনও বোঝা চাপিয়ে দেয় না, তবে একটি সুবিধা প্রদান করে - ঋণ মওকুফের প্রকল্পটি সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশের উন্নতির জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ ব্যবহার করে সমাজে যথেষ্ট সমতা আনার প্রচেষ্টায় চালু করা হয়েছে - খরা ও বন্যার মতো জলবায়ু সঙ্কটের কারণে শুধুমাত্র ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য এই প্রকল্পের প্রয়োগ ন্যায্য, মূলধন ও প্রযুক্তির অভাবে বড় জমির তুলনায় ছোট জমির বড় আকারের ক্ষতি করে; এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা সমাজের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশের অন্তর্গত - সুতরাং, জমির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস স্বেচ্ছাচারী নয়– যেহেতু এই প্রকল্পের শ্রেণীবিভাগ অনুচ্ছেদ ১৫-এর ভিত্তিতে নয়, অথবা কোনও ব্যক্তির 'সহজাত এবং মূল বৈশিষ্ট্যের' ভিত্তিতে নয়, তাই অনুপযুক্ত কারণে এটিকে বাতিলকরা যাবে না - অন্তর্ভুক্তি এবং তারও বেশি- অন্তর্ভুক্তি - রাজ্য দ্বারা প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সাংবিধানিক বিরোধিতার বিরুদ্ধে একত্রিত হয়-সুতরাং, হাইকোর্টের দ্বারা গৃহীত আদেশটি বাতিল করা হয়-ভারতের সংবিধান-অনুচ্ছেদ ১৪।

নীতিগত সিদ্ধান্ত - বিচারিক পর্যালোচনা-লক্ষ্য এবং ব্যাপ্তি-সিদ্ধান্ত ঃ আদালত কোনও নীতির সুষ্ঠুতা এবং প্রজ্ঞায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না -

মৌলিক অধিকার এবং সংবিধানের অন্যান্য বিধানগুলি মেনে চলার সীমিত ভিত্তিতে নীতিটি বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার বিষয় - আদালত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলির তুলনায় অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে উচ্চতর সম্মান প্রদর্শন করবে - রাজ্য এবং এর সংস্থাগুলি প্রায়শই অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করে- প্রকৃতপক্ষে, ঋণ মওকুফের প্রকল্পটি মূলত রাষ্ট্র নীতির নির্দেশমূলক নীতিগুলির অনুসরণে একটি সামাজিক নীতি, যা মর্যাদা, আয় এবং সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়।

মেয়াদী নীতি-এর অর্থ-সিদ্ধান্তঃ নীতি হল এমন যুক্তি এবং উদ্দেশ্য যা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে পরিচালিত করে - সংবিধি, বিজ্ঞপ্তি, অধ্যাদেশ বা সরকারী আদেশগুলি রাষ্ট্রের নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যম - কোনও আইনকে উপলব্ধি করার জন্য, আইনের পিছনের নীতির উল্লেখ প্রয়োজন - আইনের বৈধতা নির্ধারণের জন্য বিচারিকভাবে দ্বিমুখী পরীক্ষা এবং অনুচ্ছেদ ১৪ আইনের উদ্দেশ্যকে বোঝায় কারণ আইনের পিছনের 'নীতি' কখনই বিচারিক মনোযোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয় না- ভারতের সংবিধান-অনুচ্ছেদ ১৪- শব্দ এবং বাক্যাংশ।

ভারতের সংবিধানঃ

অনুচ্ছেদ ১৪-ধারা ১৪-এর লঙ্ঘন হলে শ্রেণীবিভাগ, যদি ধারা ১৪-এর লঙ্ঘন হয়-সিদ্ধান্ত হয়ঃ ধারা ১৪-এর লঙ্ঘনকারী এবং বৈষম্যমূলক নয়। ধারা ১৪ শুধুমাত্র শ্রেণী আইনকে নিষিদ্ধ করে এবং যুক্তিসঙ্গত শ্রেণীবিভাগ নয়-শ্রেণীবিভাগ যুক্তিসঙ্গত, যখন একটি বোধগম্য পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে; এবং পার্থক্যের অবশ্যই সংবিধির দ্বারা অর্জন করা উদ্দেশ্যের সাথে যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক থাকতে হবে-অন্তর্ভুক্ত শ্রেণীকে আলাদা করার জন্য কিছু মাপকাঠি থাকতে হবে এবং অন্যরা গোষ্ঠী থেকে বাদ দেওয়া-ঋণ মওকুফ প্রকল্পে শ্রেণীবিভাগের জন্য ব্যবহৃত পার্থক্য হল প্রতিটি ব্যক্তির দ্বারা জমির মোট পরিমাণ-সুতরাং, প্রকল্পের উদ্দেশ্যে শ্রেণী গঠনের জন্য একটি মাপকাঠি ব্যবহার করা হয়।

অনুচ্ছেদ ১৪-অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অতিরিক্ত-অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণীবিভাগ-এর অর্থ এবং পরিধি-সিদ্ধান্ত ঃ একটি আইন 'কম-অন্তর্ভুক্তিমূলক' হয় যদি এটি সমস্যার অংশ হওয়া সমস্ত অভিনেতাদের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়-এটি 'অতিরিক্ত-অন্তর্ভুক্তিমূলক' হয় যদি এটি এমন অভিনেতাদের নিয়ন্ত্রণ করে যারা সেই সমস্যার অংশ নয় যা আইনটি সমাধান করতে চায়-কম-অন্তর্ভুক্তিমূলকতা এবং অতিরিক্ত-অন্তর্ভুক্তির নির্ধারণ এবং এর প্রতি সম্মানের মাত্রা নির্ভর করে এর সম্পর্ক ('যুক্তিসঙ্গত সংযোগ' বা 'আনুপাতিক') এর উপর।

পরীক্ষার অধীনে প্রমাণের মাত্রা আইনটি কম-অন্তর্ভুক্তিমূলক বা অতিরিক্ত-অন্তর্ভুক্তিমূলক কিনা সে বিষয়ে এই আদালতের রায়কে প্রভাবিত করবে- অন্তর্ভুক্ত – সংযুক্তি পরীক্ষা, আনুপাতিকতা পরীক্ষার বিপরীতে, উপায়গুলিকে সংকীর্ণ করার জন্য বা উদ্দেশ্য অর্জনের সর্বোত্তম উপায় খুঁজে বের করার জন্য তৈরি করা হয়নি- যদি উপায়গুলির উদ্দেশ্যটির সাথে 'যুক্তিসঙ্গত সংযোগ' থাকে তবে এটি যথেষ্ট-সুতরাং, আদালতগুলি যেখানে যুক্তিসঙ্গত নেক্সাস পরীক্ষা প্রয়োগ করা হয় সেগুলির ক্ষেত্রে আরও বেশি সম্মান দেখায়-শ্রেণিবিন্যাসে আরও বেশি সম্মান দেখানো হয় কারণ আইনসভা মূল সমতার নীতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ক্ষতির মাত্রার ভিত্তিতে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারে এবং এই ধরনের শ্রেণিবিন্যাসের জন্য গাণিতিক নির্ভুলতার প্রয়োজন হয় না।

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুসরণে ঋণ মওকুফ প্রকল্পের প্রবর্তন, যদি সাংবিধানিকভাবে সন্দেহ করা হয়-

সিদ্ধান্তঃ একটি প্রকল্পকে সাংবিধানিকভাবে সন্দেহজনক বলে ধরে নেওয়া যায় না কারণ এটি একটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে ছিল-প্রকল্পটি যে অভিপ্রায়ের সাথে চালু করা হয়েছিল তা নির্বিশেষে কেবল সংবিধানের রূপরেখার মধ্যে সন্দেহজনক বলে গণ্য করা যেতে পারে।

আপিল মঞ্জুর করে, আদালতের সিদ্ধান্ত ঃ

১.১. একটি নীতি হল সেই যুক্তি এবং উদ্দেশ্য যা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে পরিচালিত করে, যা এই ক্ষেত্রে তামিলনাড়ু রাজ্য, সংবিধি, বিজ্ঞপ্তি, অধ্যাদেশ বা সরকারী আদেশগুলি রাজ্যের নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যম। অতএব, আইনের পিছনের নীতির উল্লেখ না করে আইনটিকে সম্পূর্ণরূপে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের সাথে আইনের বৈধতা নির্ধারণের জন্য বিচারিকভাবে বিকশিত দ্বিমুখী পরীক্ষা আইনের উদ্দেশ্যকে বোঝায় কারণ আইনের পিছনের 'নীতি' কখনই বিচার বিভাগীয় দৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয় না। তবে, এটি প্রতিষ্ঠিত আইন যে আদালত কোনও নীতির দৃঢ়তা এবং প্রজ্ঞায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না। একটি নীতি সীমিত ভিত্তিতে বিচারিক পর্যালোচনার বিষয় সংবিধানের মৌলিক অধিকার এবং অন্যান্য বিধানগুলি মেনে চলা। এটিও নিষ্পত্তি করা হয়েছে যে আদালতগুলি দেখাবে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কিত বিষয়ে উচ্চতর সম্মান।

১. ২ অর্থনীতির নীতিগুলি বিস্তৃতভাবে কর, ব্যয় এবং বরাদ্দের নীতি নিয়ে গঠিত। রাজ্য এবং তার সংস্থা প্রায়শই অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করে।

রাজ্যের প্রতিটি নীতির বাস্তবায়নে ব্যয় জড়িত। যেহেতু নীতিতে তহবিলের ব্যয় জড়িত, তাই এটিকে অর্থনৈতিক নীতি বলা যায় না। নীতির মূল বৈশিষ্ট্য এবং নীতির প্রকৃতি চিহ্নিত করার জন্য লক্ষ্যযুক্ত ক্ষেত্র নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বিতর্কিত ঋণ মওকুফের প্রকল্পটি, মূলত, রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশমূলক নীতি অনুসরণ করে একটি সামাজিক নীতি, যা মর্যাদা, আয় এবং সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে চালু করা হয়েছে।

১.৩ ঋণ মওকুফের প্রকল্পটিও রাজ্য নীতির নির্দেশমূলক নীতি অনুসরণ করে। এই প্রকল্পটি অনুচ্ছেদ ১৪ লঙ্ঘন করে বলে ধরে নেওয়া যায় না কারণ এটি কোনও বোঝা চাপায় না কিন্তু সুবিধা প্রদান করে।

সুব্রামানিয়াম বালাজি বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য (২০১৩) ৯ এস. সি. সি ৬৫৯: [২০১৩] ১৩ এস. সি. আর ৬৬৮-এর উপর নির্ভরশীল।

১.৪ সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে সমতা বিধিমালা মৌলিক এবং আনুষ্ঠানিক সমতার অবস্থান নির্ধারণ করে যে, ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘনমূলক নয়, বরং শ্রেণীবিভাগ কেবল শ্রেণী আইনকে নিষিদ্ধ করে এবং যুক্তিসঙ্গত শ্রেণীবিভাগ নয়। একটি শ্রেণীবিভাগ যুক্তিসঙ্গত, যখন এটি একটি বোধগম্য পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে হয় যা গোষ্ঠীর বাইরে থাকা অন্যদের থেকে আলাদা করা হয়; এবং পার্থক্যটির অবশ্যই সংবিধির দ্বারা অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক থাকতে হবে। গোষ্ঠী থেকে অন্তর্ভুক্ত এবং বাদ দেওয়া অন্যান্যদের পার্থক্য করার জন্য অবশ্যই কিছু মাপকাঠি থাকতে হবে। পরিকল্পনায় শ্রেণীবিভাগের জন্য ব্যবহৃত পার্থক্য হল প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বারা জমির মোট পরিমাণ। অতএব, পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে শ্রেণী গঠনের জন্য একটি মাপকাঠি ব্যবহার করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম আনোয়ার আলী সরকার [১৯৫২] এস. সি. আর ২৮৪-এর উপর নির্ভরশীল।

১. ৫ করার কারণগুলি দুটি কারণের মধ্যে রয়েছে: ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা তাদের সীমিত প্রযুক্তি এবং মূলধনের কারণে অনিয়মিত জলবায়ুর কারণে আরও বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন এবং রাজ্য ন্যূনতম তহবিল দিয়ে সর্বাধিক সুবিধা প্রদানের চেষ্টা করছে। রাজ্যটি দাবি করেছে যে শুধুমাত্র প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের এই প্রকল্পের সুবিধা প্রদানের ফলে ন্যূনতম বিনিয়োগের জন্য সর্বাধিক উপযোগিতা তৈরি হয়।

তবে, এটি রাজ্য কর্তৃক প্রবর্তিত কোনও প্রকল্পের লক্ষ্য হতে পারে না। আর্থিক বা বস্তুগত বিতরণ জড়িত প্রতিটি প্রকল্পের লক্ষ্য ন্যূনতম ব্যয়ের সাথে সর্বাধিক সুবিধা প্রদান করা। তাই প্রতিটি প্রকল্পকে পরিচালিত করে এমন আর্থিক উদ্দেশ্যের উপর শ্রেণীবিভাগ পরীক্ষা করা যায় না।

১.৬ বিচারিকভাবে স্বীকৃত যে আইনসভা ক্ষতির মাত্রা স্বীকৃতি দিতে স্বাধীন এবং তার সীমাবদ্ধতা বা সুবিধাগুলি সেইসব ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে যেখানে প্রয়োজন সবচেয়ে স্পষ্ট। এই আদালত মানতে পারে না যে ক্ষতির মাত্রাগুলি জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের সাধারণ ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে। সরকারের আইন বা পরিকল্পনাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ নৈতিকতার উপরে পরীক্ষা করা যাবে না, কেবল সাংবিধানিক নৈতিকতার ভিত্তিতে পরীক্ষা করা যাবে। তবে, যৌক্তিক উপাদান জমা দেওয়ার মাধ্যমে যুক্তির পরীক্ষা না করে রাষ্ট্র কর্তৃক করা দাবিগুলি গ্রহণ করা যাবে না। কম মাত্রার বোঝা অধিকার সুরক্ষাকে উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল করে তুলবে।

১.৭ ১৬,৯৪,১৪৫ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক কৃষি ঋণ গ্রহণ করেছেন, যেখানে ‘অন্যান্য শ্রেণি’র মধ্যে এই সংখ্যা ৩,০১,৯২৬। এটি প্রমাণ করে যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের তুলনামূলকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলধনের ঘাটতি রয়েছে। বিশাল মূলধনের ঘাটতি, জল সংকটের কারণে কৃষি আয়ে হ্রাস এবং বন্যার ফলে ফসল নিমজ্জিত হওয়ার ফলে আর্থিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

১. ৮ গ্রামীণ ভারতে কৃষি পরিবার ও জমি এবং পরিবারের হোল্ডিং-এর পরিস্থিতি মূল্যায়ন, ২০১৯ "কৃষি পরিবার প্রতি গড় মাসিক আয়ের উপর একটি বিস্তৃত আলোচনা করেছে। প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে ভারতের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা মূলত মজুরি উপার্জনকারী হয়ে উঠেছে। প্রতিবেদনে প্রতিটি বিভাগের কৃষকদের মোট বকেয়া ঋণের পরিমাণও তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। গণনাটি দেখায় যে ০.০১ হেক্টরের কম জমি রয়েছে এমন পরিবারগুলি কৃষি ঋণের ৯৩.১% ব্যবহার করে অ-কৃষি উদ্দেশ্যে।

এর সম্পূর্ণ বিপরীতে, যে পরিবার ১০ হেক্টর জমির মালিক, তারা কৃষি ঋণের মাত্র ১৭.১ শতাংশ অ-কৃষি কাজে ব্যবহার করে। এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের শ্রেণিকে দারিদ্র্য ঘিরে রেখেছে।

১. ৯ শুধুমাত্র ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য এই বিতর্কিত প্রকল্পের প্রয়োগ দুটি কারণে ন্যায্যঃ খরা ও বন্যার মতো জলবায়ু সংকট মূলধন ও প্রযুক্তির অভাবে বড় জমির তুলনায় ছোট জমির ব্যাপক ক্ষতি করে; এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা সমাজের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশের অন্তর্গত। অতএব, গ্রামীণ জনসংখ্যার অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশকে লক্ষ্য করে ঋণ মওকুফের প্রকল্পটি কার্যকরভাবে চালু করা হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশের উন্নতির জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ ব্যবহার করে সমাজে যথেষ্ট সমতা আনার প্রচেষ্টায় এই প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে। অন্যান্য কৃষকদের তুলনায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের যে স্বতন্ত্র মাত্রার ক্ষতি হয়েছে, তার কারণে এই প্রকল্পের সুবিধা শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীকে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত কারণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা নিজেদের মধ্যে একটি শ্রেণী গঠন করে। অতএব, জমির মালিকানার পরিমাণের উপর ভিত্তি করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের অন্তর্নিহিত সুবিধাবঞ্চিত অবস্থা, জলবায়ু পরিবর্তন বা অন্যান্য বাহ্যিক শক্তির প্রভাব অসম।

১.১০ শ্রেণিবিন্যাসটি কম-অন্তর্ভুক্তিমূলক কিনা তা নির্ধারণ করা শেষ পর্যন্ত উপায়ের সম্পর্ক নির্ধারণের সময় আদালত কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এই আদালত ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন হয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য দ্বিমুখী পরীক্ষা অনুসরণ করে। পরীক্ষার জন্য আদালতকে নির্ধারণ করতে হবে যে অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনও যুক্তিসঙ্গত সংযোগ রয়েছে কিনা। আদালত অ-শ্রেণিবদ্ধ স্বেচ্ছাচারিতা নির্ধারণের জন্য আনুপাতিকতা মান ব্যবহার করেছে এবং শ্রেণিবিন্যাসটি নির্বিচারে কিনা তা নির্ধারণ করতে দ্বৈত পরীক্ষা ব্যবহার করেছে।

১.১১ যদিও অ-শ্রেণীবিন্যাস স্বেচ্ছাচারিতা আনুপাতিকতা পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে পরীক্ষা করা হয়, যেখানে উপায়গুলিকে বস্তুর সাথে সমানুপাতিক হতে হবে, শ্রেণীবিন্যাস স্বেচ্ছাচারিতা যুক্তিসঙ্গত নেক্সাস পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে পরীক্ষা করা হয়, যেখানে উপায়গুলি বস্তুর সাথে একটি 'নেক্সাস' ভাগ করে নিলে এটি যথেষ্ট।

এই পরীক্ষার অধীনে প্রমাণের মাত্রা আইনটি কম অন্তর্ভুক্তিমূলক নাকি অতিরিক্ত অন্তর্ভুক্তিমূলক, সে বিষয়ে আদালতের রায়কে প্রভাবিত করবে। একটি আইন যদি সমস্যার অংশ এমন সকল পক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে এটি 'অতি-অন্তর্ভুক্তিমূলক'। যদি এটি এমন পক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করে যারা আইনটি যে সমস্যার সমাধান করতে চায় তার অংশ নয়, তাহলে এটি 'অতি-অন্তর্ভুক্তিমূলক'। স্বল্প অন্তর্ভুক্তিমূলকতা এবং অতিরিক্ত অন্তর্ভুক্তিমূলকতা নির্ধারণ এবং এর প্রতি শ্রদ্ধার মাত্রা পরীক্ষার সম্পর্কের ('যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক' বা 'আনুপাতিক') উপর নির্ভর করে।

১.১২ নেক্সাস/সংযুক্তি পরীক্ষা , আনুপাতিকতা পরীক্ষার বিপরীতে, উপায়গুলি সংকুচিত করার জন্য বা উদ্দেশ্য অর্জনের সর্বোত্তম উপায় খুঁজে বের করার জন্য তৈরি করা হয় না। যদি উপায়গুলির উদ্দেশ্যটির সাথে একটি 'যুক্তিসঙ্গত সংযোগ' থাকে তবে এটি যথেষ্ট। অতএব, আদালতগুলি যুক্তিসঙ্গত নেক্সাস পরীক্ষা প্রয়োগ করা হয় এমন ক্ষেত্রে আরও বেশি সম্মান দেখায়। শ্রেণিবিন্যাসের জন্য আরও বেশি সম্মান দেখানো হয় কারণ আইনসভা ক্ষতির মাত্রার ভিত্তিতে মূল সমতার নীতির ভিত্তিতে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারে এবং এই ধরনের শ্রেণিবিন্যাসের জন্য গাণিতিক নির্ভুলতার প্রয়োজন হয় না। ভারতীয় আদালতগুলি শ্রেণিবদ্ধকরণের বিধানগুলিতে আনুপাতিকতা মান প্রয়োগ করে না। যেহেতু বিতর্কিত পরিকল্পনার শ্রেণিবিন্যাস অনুচ্ছেদ ১৫-এর ভিত্তিতে বা কোনও ব্যক্তির 'সহজাত ও মূল বৈশিষ্ট্য'-এর ভিত্তিতে নয়, তাই এটিকে অনূর্ধ্ব-অন্তর্ভুক্তি এবং অতিরিক্ত-অন্তর্ভুক্তির কথিত ভিত্তিতে বাতিল করা যাবে না।

১.১৩ বিবাদাধীন প্রকল্পটি তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের দেওয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে তামিলনাড়ুতে চালু করা হয়েছিল। হাইকোর্টের মতামত ছিল যে যেহেতু এই প্রকল্পটি একটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন, তাই এটি সাংবিধানিকভাবে সন্দেহজনক। এই দৃষ্টিভঙ্গি এমন একটি অনুমানের উপর ভিত্তি করে গৃহীত হয়েছিল যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে কোনো গবেষণা করা হয়নি। তবে সুপ্রতিষ্ঠিত আইন অনুযায়ী, কেবলমাত্র নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে কোনো প্রকল্পকে সাংবিধানিকভাবে সন্দেহজনক বলা যায় না। কোনো প্রকল্পকে শুধুমাত্র সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে থেকেই সন্দেহজনক হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, প্রকল্পটি কোন উদ্দেশ্যে চালু করা হয়েছে তা বিবেচ্য নয়। তামিলনাড়ু সরকারের প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সাংবিধানিক বিরোধ মোকাবিলায় উত্তীর্ণ হয়েছে। হাইকোর্ট এই বিষয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন, রাজ্য পরিস্থিতির মূল্যায়নের ভিত্তিতে আরও বিস্তৃত কাভারেজ প্রদান করেছে। হাইকোর্টের রায় বাতিল করা হলো।

সুব্রামানিয়াম বালাজি বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য (২০১৩) ৯ এস. সি. সি ৬৫৯: [২০১৩] ১৩ এস. সি. আর ৬৬৮-এর উপর নির্ভরশীল।

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম দীনেশ প্রকৌশল কর্পোরেশন (২০০১) ৮ এস. সি. সি. ৪৯১; ওম কুমার বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০০২) ২ এস. সি. সি. ৩৮৬; আসিফ হাম্মাদ বনাম জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য (১৯৮৯) ২ সাপ্লি. এস. সি. সি. ৩৬৪: [১৯৮৯] ৩ এস. সি. আর ১৯; সীতারাম সুগার কোম্পানি লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (১৯৯০) ৩ এস. সি. সি. ২২৩: [১৯৯০] ১ এস. সি. আর ৯০৯; খোদে ডিস্টিলারিজ লিমিটেড বনাম কর্ণাটক রাজ্য (১৯৯৬) ১০ এস. সি. সি. ৩০৪: [১৯৯৫] ৬ সাপ্লি. এস. সি. আর ৭৫৯; বালকো এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০০২) ২ এস. সি. সি. ৩৩৩: [২০০১] ৫ সাপ্লি. এস. সি. আর. এস১১; ওড়িশা রাজ্য বনাম . গোপীনাথ (২০০৫) ১৩ এস. সি. সি ৪৯৫ঃ. [২০০৫] ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (১৯৮১) ৪ এস. সি. সি. ৬৭৫: [১৯৮২] ১ এস. সি. আর. ৯৪৭; নবতেজ সিং জোহর বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০১৮) ১০ এস. সি. সি. ১: [২০১৮] ৭ এস. সি. আর. ৩৭৯; রাম কৃষ্ণ ডালমিয়া বনাম এস. আর. তেণ্ডোলকর ১৯৫৮ এস. সি. ৫৩৮: [১৯৫৯] এস. সি. আর. ২৭৯; মহম্মদ হানিফ কুরেশি বনাম বিহার রাজ্য এ. আই. আর ১৯৫৮ এস. সি. ৭৩১: [১৯৫৯] এস. সি. আর. ৬২৯; বিনয় বিশ্বম বনাম ভারত ইউনিয়ন (২০১৭) ৭ এস. সি. সি. ৫৯: [২০১৭] ৭ এস. সি. আর. ১; মহারাষ্ট্র রাজ্য বনাম ভারতীয় হোটেল ও রেস্তোরাঁ সমিতি (২০১৩) ৮ এস. সি. সি. ৫১৯: [২০১৩] ৭ এস. সি. আর. ৬৫৪; গুজরাট রাজ্য বনাম অ্যাম্বিকা মিলস (১৯৭৪) ৪ এস. সি. সি. ৬৫৬ তামিলনাড়ু রাজ্য ১৭ (১৯৭৪) ৪ এস. সি. সি ৩: [১৯৭৪] ২ এস. সি. আর. ৩২৮; মডার্ন ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য (২০১৬) ৭ এস. সি. সি. ৩৫৩: [২০১৬] ৩ এস. সি. আর. ৫৭৯; সুব্রামানিয়ান স্বামী বনাম ভারত ইউনিয়ন (২০১৬) ৭ এস. সি. সি. ২২১ = [২০১৬] ৩ এস. সি. আর. ৮৬৫; বিচারপতি পুট্টস্বামী (৯জে) বনাম ভারত ইউনিয়ন (২০১৭) ১০ এস. সি. সি. ১: [২০১৭] ১০ এস. সি. আর. ৫৬৯; পুট্টস্বামী (অবসরপ্রাপ্ত) বনাম ভারত ইউনিয়ন (২০১৯) ১ এস. সি. সি. ১: [২০১৮] ৮ এস. সি. আর. ১; অনুজ গর্গ বনাম হোটেল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (২০০৮) ৩ এস. সি. সি. ১: [২০০৭] ১২ এস. সি. আর. ৯৯১ - উল্লেখ করা হয়েছে।

মিসৌরি, কে এবং টি রেল বনাম মে ১৯৪ ইউএস ২৬৭,২৬৯- উল্লেখ করা হয়েছে।

অপর্ণা চন্দ্র, 'ভারতে আনুপাতিকতা: কোথাও না যাওয়ার সেতু' (২০২০) অক্সফোর্ড হিউম্যান রাইটস জার্নাল; তরুণাভ খৈতান, 'সমতা: ধারা ১৪ এর অধীনে আইনসভা পর্যালোচনা' - সুজিত চৌধুরী, মাধব খোসলা, প্রতাপ ভানু মেহতা (সম্পাদক), দ্য অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুক অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ২০১৬) – উল্লেখ করা হয়েছে।

পারিজাত ঘোষ, কৃষকদের প্রতিবাদ: ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা কেন কৃষি আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন?, (১১ ডিসেম্বর, ২০২০) https://en.gaonconnection.com/ farmers-protests-why-are-small-and-marginal-কৃষকরা-বিরোধী-thefarmacts/;https://www.mospi.gov.in/documents/213904/301563//Report_587m1631267040957.pdf/3793650e-8cf1- 7872- ae90-51470c8d211c – উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২
	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২
	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১০
	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১০
া. ৭৫৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১০
এস ১১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১০
৬৯৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১০
	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১০
	নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ১৩,৩৩
	নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ১৪,১৫
	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২০
	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২১
	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২১
	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২১

	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২১
	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৬
	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৭
	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৮
	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৮
	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৮
	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৮
	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৮
	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৯

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারেঃ ২০২১ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৬৭৬৪।

২০১৬ সালের ডব্লিউ. পি. (এম. ডি) নং ১৮১১৯-এ মাদ্রাজের হাইকোর্টের মাদুরাই বেঞ্চের ০৪.০৪.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত।

আপিলকারীদের পক্ষে জয়দীপ গুপ্ত, সিনিয়র অ্যাডভোকেট, ডি. কুমানান, শেখ ফখরুদ্দিন কালিয়া, আইনজীবী।

কে.এম. নটরাজ, এএসজি, মিসেস সোনিয়া মাথুর, প্রবীণ আইনজীবী . রাজন কৃষ্ণ. চৌরাসিয়া, শরৎ নাম্বিয়ার, কে.এল. ঝাঁঝানি, মিসেস সৌদামিনী শর্মা, অরবিন্দ কুমার শর্মা, এন. রাজারামন, আইনজীবী। উত্তরদাতার জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করেন

বিচারপতি ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচুড় , আদালতের রায় প্রদান করেন

১. মাদুরাই বেঞ্চে মাদ্রাজ হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ জিও মিসেস নং ৫০ বাতিল করার জন্য সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে উত্তরদাতার দায়ের করা রিট পিটিশনটি অনুমোদন করেছে যা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ঋণ মওকুফের অনুমতি দেয়। হাইকোর্ট জোয়ান মওকুফের অনুদানকে কেবল ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের নির্বিচারে বলে রায় দিয়েছে এবং আবেদনকারীকে জমির পরিমাণ নির্বিশেষে সমস্ত কৃষকদের একই সুবিধা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

২. তামিলনাড়ু সরকার **১৩ মে ২০১৬** তারিখে **জি . ও এমএস নং. ৫০** জারি করে ("প্রকল্প"), যার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের প্রদত্ত বকেয়া ফসল ঋণ, মধ্যম মেয়াদী (কৃষি) ঋণ এবং দীর্ঘমেয়াদী (কৃষি ক্ষেত্র) ঋণ মওকুফের অনুমোদন দেওয়া হয়।

২৮ জুন ২০১৬ তারিখে জি.ও. এম.এস. নং ৫৯ জারি করা হয়েছিল, যা জি.ও. এম.এস. নং ৫০ বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশিকা প্রদান করে। নির্দেশিকাগুলিতে বলা হয়েছে যে কৃষকদের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য, কৃষি ঋণ অনুমোদনের সময় জমির মালিকানা নিবন্ধন এবং ঋণ নিবন্ধনে উল্লিখিত জমির পরিমাণ বিবেচনা করা হবে। 'ক্ষুদ্র কৃষক' এবং 'প্রান্তিক কৃষক' এর সংজ্ঞা অনুসারে, 'ক্ষুদ্র কৃষক' বলতে এমন একজন কৃষককে বোঝায় যার ২.৫ একর থেকে ৫ একর পর্যন্ত জমি রয়েছে এবং 'প্রান্তিক কৃষক' বলতে এমন একজন কৃষককে বোঝায় যার ২.৫ একর পর্যন্ত জমি রয়েছে। পরবর্তীকালে, ১ জুলাই ২০১৬ তারিখে সমবায় সমিতির নিবন্ধক কর্তৃক একটি সার্কুলার জারি করা হয় যাতে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আরও নির্দেশিকা প্রদান করা হয়।

৩। সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘনের জন্য বিবাদী এই প্রকল্পটিকে অসাংবিধানিক বলে বিরোধ জানিয়েছিলেন এবং জমির পরিমাণ নির্বিশেষে সমস্ত কৃষকদের জন্য জোয়ান মওকুফের ব্যবস্থা করার নির্দেশ চেয়েছিলেন। হাইকোর্ট রিট পিটিশনটি মঞ্জুর করে বলেছিল যে 'অন্যান্য কৃষকদের'-যাদের ৫ একরের বেশি জমি রয়েছে-জমি মওকুফের প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়া বৈষম্যমূলক এবং ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন। এটি নির্দেশ দেয় যে এই প্রকল্পটি ৫ একরের বেশি জমির মালিক কৃষক সহ সমস্ত কৃষকদের জন্য প্রসারিত করা হবে। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য হাইকোর্টকে নিম্নলিখিত কারণগুলি দ্বারা সহায়তা করা হয়েছিলঃ

(i) আদালত নীতিগত ক্ষেত্রে বিচারিক পর্যালোচনা প্রয়োগ করতে পারে যে এটি সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা যা এই আদালত কর্তৃক (ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম দীনেশ প্রকৌশল কর্পোরেশন, ওম কুমার বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া মামলায় নির্ধারিত হয়েছে);

(ii) সর্বভারতীয় আন্না দ্রাবিড় মুনেত্র কড়গম ("এআইএডিএমকে") ক্ষমতায় এলে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের একটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। উত্তরদাতাদের দায়ের করা পাল্টাপত্রে বলা হয়েছে যে, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা নিজেদের মধ্যে একটি শ্রেণী গঠন করে কারণ তাদের স্বল্প আয় ও সম্পদের কারণে তাদের আরও বেশি সহায়তার প্রয়োজন। ফাইলে এই যুক্তির কোনও ইঙ্গিত নেই। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুসরণে ক্ষমতায় আসার পরে এআইএডিএমকে এই প্রকল্পটি চালু করেছিল, এই ধরনের শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক কারণগুলি বিবেচনা না করে;

---

১ (২০০১) ৮ SCC ৪৯১

২ (২০০২) ২ SCC ৩৮৬

(iii) রাজ্যের এই যুক্তি যে এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল ন্যূনতম তহবিল ব্যয় সহ সর্বাধিক সংখ্যক সুবিধাভোগীকে অন্তর্ভুক্ত করা, তা গ্রহণ করা যায় না। যখন সরকারের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হল কৃষকদের দুর্ভোগ দূর করা, তখন জমির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিভাগ করা বোধগম্য নয়;

(iv) কৃষি ঋণের জন্য আবেদনকারী কৃষকদের তাদের সমস্ত জমির মালিকানা প্রকাশ করতে হবে না। ঋণ পাওয়ার জন্য এটি যথেষ্ট হবে যদি একজন কৃষক কেবলমাত্র মোট জমির পরিমাণ উল্লেখ করেন যার জন্য ঋণ চাওয়া হয়েছে। একইভাবে, যদি কোনও কৃষকের একাধিক গ্রামে জমি থাকে, তবে ঋণের আবেদনে কেবল নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কের এথতিয়ারের মধ্যে থাকা জমির পরিমাণ উল্লেখ করা হবে। অতএব, কৃষকদের 'প্রান্তিক কৃষক' এবং 'ক্ষুদ্র কৃষক' হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য কৃষি ঋণ অনুমোদনের সময় 'জমি হোল্ডিং রেজিস্টারে' উল্লিখিত মোট জমির উপর নির্ভরতা অযৌক্তিক; এবং

(v) শ্রেণীবিভাগের অযৌক্তিক পদ্ধতি অতিরিক্ত-অন্তর্ভুক্তি এবং কম-অন্তর্ভুক্তির দিকে পরিচালিত করে।

৪. এই আদালত ২০১৭ সালের ৩ জুলাই নোটিশ জারি করে এবং রায় হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করা হয়। ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, বিচারপতি আর ভানুমতী এবং এ এস বোপান্নার সমন্বয়ে গঠিত দুই বিচারপতির বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করে যে তামিলনাড়ু সরকার অন্যান্য শ্রেণীর কৃষকদের অন্য যে কোনও 'সীমিত সুবিধা' প্রদানের জন্য উন্মুক্ত,

৫. উপরোক্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে, তামিলনাড়ু রাজ্য ২০২১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে জিও (এমএস) ১৫ এবং ১৬ নথিভুক্ত করেছে যার মাধ্যমে সরকার সমবায় ব্যাঙ্কগুলির থেকে ১৬,৪৩,৩৪৬ কৃষকদের দ্বারা ৩১শে জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত বকেয়া ১২ হাজার কোটি টাকার ফসল ঋণ মওকুফ করেছে।

৬. আবেদনকারী নিম্নলিখিত জমা দিয়েছেনঃ

(i) আদালত কেবল তখনই সরকারের নীতিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে যখন পদক্ষেপটি অসাংবিধানিক বা বিধিবদ্ধ বিধানের পরিপন্থী হয়;

(ii) রাজ্যের আর্থিক সক্ষমতা অধ্যয়নের পর এই প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছিল;

(iii) শুধুমাত্র ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ঋণ মকুবের ক্ষেত্রে একটি বোধগম্য পার্থক্য রয়েছে কারণ তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণী; এবং

(iv) সরকারের অন্তর্নিহিত নীতি হল তহবিলের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের সর্বাধিক সুবিধা প্রদান করা। এমনকি বৃহত্তর জমির মালিক কৃষকরা লোকসানের সম্মুখীন হলেও, শুধুমাত্র ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য এই প্রকল্পটি প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত রাজ্যের আর্থিক নীতির অন্তর্গত।

৭। উত্তরদাতারা নিম্নলিখিত দাবিগুলি করেছেন:

(i) পাঁচ একরের বেশি জমির মালিক কৃষকরা দেশের জিডিপি এবং খাদ্য নিরাপত্তায় বেশি অবদান রাখেন। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা খাদ্য নিরাপত্তায় অবদান রাখেন না কারণ তাদের উৎপাদনের মাত্রা ন্যূনতম;

(ii) নীতিটি স্বেচ্ছাচারী হলে আদালত ক্ষমাপ্রার্থনার সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করতে পারে; এবং

(iii) রাজ্য প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা নিজের মধ্যে একটি শ্রেণী গঠন করে, বিশেষত কারণ বৃহত্তর জমির মালিক কৃষকরা আরও বেশি অবদানকারী এবং আরও বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

৮. তিনটি বিষয় বিবেচনার দাবি রাখে। সেগুলি নিম্নরূপ:

(i) আদালত তার বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে কিনা যেহেতু এই প্রকল্পটি সরকারের একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত;

(ii) শুধুমাত্র 'ক্ষুদ্র কৃষক' এবং 'প্রান্তিক কৃষকদের' জন্য এই প্রকল্পের সম্প্রসারণ স্বেচ্ছাচারী এবং ভারতীয় সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘনকারী কিনা; এবং

(iii) প্রকল্পটি কম অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অতিরিক্ত অন্তর্ভুক্তিমূলক কিনা।

৯। তামিলনাড়ু রাজ্য একটি প্রাথমিক যুক্তি উত্থাপন করেছে যে আদালত এই প্রকল্পটি পর্যালোচনা করতে পারে না কারণ এটি রাজ্যের একটি আর্থিক নীতির সিদ্ধান্ত, ১৪ অনুচ্ছেদের উপর যুক্তি দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আগে, এটি আবশ্যক যে আমরা নীতির বিচারিক পর্যালোচনার পরিধি এবং ব্যাপ্তি সম্পর্কিত এই আদালতের আইন নিয়ে আলোচনা করি। এর একটি পরীক্ষা অবশ্যই 'নীতি' বাক্যাংশের অর্থের প্রাথমিক প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে হবে। একটি নীতি হল যুক্তি এবং উদ্দেশ্য যা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে গাইড করে, যা আমাদের ক্ষেত্রে তামিলনাড়ু রাজ্য।

বিজ্ঞপ্তি, অধ্যাদেশ বা সরকারি আদেশ রাষ্ট্রের নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যম। অতএব, আইনের পিছনের নীতির উল্লেখ ছাড়া আইনকে সম্পূর্ণরূপে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। ভারতীয় সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের সাথে আইনের বৈধতা নির্ধারণের জন্য বিচারিকভাবে দ্বিমুখী পরীক্ষাটি আইনের উদ্দেশ্যকে বোঝায় কারণ আইনের পিছনের 'নীতি' কখনই বিচার বিভাগের দৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয় না।

১০. যাইহোক, এটি স্থিরীকৃত আইন যে আদালত কোনও নীতির দৃঢ়তা এবং প্রজ্ঞায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না। মৌলিক অধিকার এবং সংবিধানের অন্যান্য বিধানগুলি মেনে চলার সীমিত ভিত্তিতে একটি নীতি বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার বিষয়। এটিও নিষ্পত্তি করা হয়েছে যে আদালত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের অন্যান্য বিষয়গুলির তুলনায় অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে উচ্চতর সম্মান দেখাবে। আর কে গর্গ বনাম ভারত ইউনিয়ন, এই আদালত বিশেষ বাহক বন্ড (অনাক্রম্যতা এবং ছাড়) আইন ১৯৮১-এর সাংবিধানিক বৈধতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংবিধির চ্যালেঞ্জটি ছিল প্রধান ভিত্তিতে যে এটি ভারতীয় সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন ছিল। বিরোধটি প্রত্যাখ্যান করে সংবিধান বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করেছে যে বাকস্বাধীনতার মতো নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত আইনের তুলনায় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত আইনগুলিকে অবশ্যই বৃহত্তর অঙ্কাংশ এবং সম্মানের সাথে দেখতে হবেঃ

" ৮. সমান গুরুত্বের আরেকটি নিয়ম হল যে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত আইনগুলিকে নাগরিক অধিকার যেমন বাকস্বাধীনতা, ধর্ম ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত বৃহত্তর অঙ্কাংশ আইনগুলির সাথে দেখা উচিত। হোমস, জে-এর চেয়ে কম একজন ব্যক্তির দ্বারা বলা হয়েছে যে আইনসভাকে জয়েন্টগুলিতে কিছু খেলার অনুমতি দেওয়া উচিত, কারণ এটি এমন জটিল সমস্যাগুলির সাথে মোকাবিলা করতে হবে যা কোনও মতবাদ বা স্ট্রেইট-জ্যাকেট সূত্রের মাধ্যমে সমাধান স্বীকার করে না এবং এটি বিশেষত অর্থনৈতিক বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত আইনগুলির ক্ষেত্রে সত্য, যেখানে মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলির প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, জয়েন্টগুলিতে আরও বেশি খেলার অনুমতি দিতে হবে। মৌলিক মানবাধিকার জড়িত অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিচারিক স্থগিতাদেশ দিতে আদালতের আরও বেশি ঝোঁক অনুভব করা উচিত।

তাসিফ হাম্মাদ বনাম . জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য, ১৯৮৯ সাপোর্ট (২) এস. সি. সি. ৩৬৪; সীতারাম সুগার কো. লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, (১৯৯০) ৩ এস. সি. সি. ২২৩; খোদে ডিস্টিলারিজ লিমিটেড বনাম কর্ণাটক রাজ্য, (১৯৯৬) ১০ এস. সি. সি. ৩০৪; বেলিও এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০০২) ২ এস. সি. সি. ৩৩৩; উড়িষ্যা রাজ্য বনাম গোপীনাথ দাশ, (২০০৫) ১৩ এস. সি. সি. ৪৯৫ (১৯৮১) ৪ এস. সি. সি. ৬৭৫

আন্তঃসংযোগ কৃষি সমিতি [ডাঃ. ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়,বিচারপতি]

এখন এখানে এই উপদেশটি মোরে বনাম দাউদ (৩৫১ ইউ. এস. ৪৫৭:। এল. এড ২ডি ১৪৮৫ (১৯৫৭))-এর তুলনায় আরও বেশি সম্মানের সাথে প্রকাশ করা হয়েছে যেখানে বিচারপতি ফ্রাঙ্কফুর্টার, , তাঁর অতুলনীয় স্টাইলে বলেছিলেনঃ "উপযোগিতা, কর এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, আইনী রায়ের প্রতি বিচারিক সম্মান না থাকলেও বিচারিক আত্মসংযমের ভাল কারণ রয়েছে। সর্বোপরি আইনসভার ইতিবাচক দায়িত্ব রয়েছে। আদালতের কেবল ধ্বংস করার ক্ষমতা রয়েছে, পুনর্গঠন না করার। যখন এগুলি অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের জটিলতা, অনিশ্চয়তা, ত্রুটির দায়বদ্ধতা, বিশেষজ্ঞদের বিভ্রান্তিকর দ্বন্দ্ব এবং ঘটনাগুলির দ্বারা কতবার বিচারকদের বাতিল করা হয়েছে তার সাথে যুক্ত করা হয়-স্ব-সীমাবদ্ধতা বিচারিক প্রজ্ঞা এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপত্তি এবং স্থিতিশীলতার পথ হিসাবে দেখা যেতে পারে।

১১। উত্তরদাতা বালকো কর্মচারীইউনিয়ন বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার উপর নির্ভরতা রেখেছেন। একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ ভারত অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেডের ৫১ শতাংশ শেয়ার বিলগ্নিকরণ ও হস্তান্তরের জন্য ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার সিদ্ধান্তকে বিরোধ হিসাবে বিবেচনা করেছে। বিরোধ টি প্রত্যাখ্যান করে দেখা গেছে যে অর্থনৈতিক নীতির প্রজ্ঞা বিচারিক পর্যালোচনার বিষয় নয়ঃ

" ৯২. গণতন্ত্রে প্রতিটি নির্বাচিত সরকারের নিজস্ব নীতি অনুসরণ করা বিশেষাধিকার। প্রায়শই সরকারের পরিবর্তনের ফলে অর্থনৈতিক নীতিতে পরিবর্তন বা পরিবর্তন আসতে পারে। যে কোনও স্বার্থান্বেষী স্বার্থ। যদি নীতি বাস্তবায়নে কোনও বেআইনি কাজ না করা হয় বা তা আইনের পরিপন্থী বা দুর্বোধ্য না হয়, তবে পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্তে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

৯৩. অর্থনৈতিক নীতির প্রজ্ঞা এবং পরামর্শযোগ্যতা সাধারণত বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার জন্য উপযুক্ত নয় যদি না এটি প্রদর্শিত করা যায় যে নীতিটি কোনও বিধিবদ্ধ বিধান বা সংবিধানের পরিপন্থী, অন্য কথায়, বিভিন্ন অর্থনৈতিক নীতির আপেক্ষিক গুণাবলী বিবেচনা করা এবং একটি বুদ্ধিমান বা আরও ভাল নীতি তৈরি করা যেতে পারে কিনা তা বিবেচনা করা আদালতের দায়িত্ব নয়। কোনও নীতির সঠিকতা পরীক্ষা করার জন্য উপযুক্ত ফোরাম হল সংসদ, আদালত নয়। এখানে নীতিটি পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং ২০০১ সালের ১-৩ তারিখে লোকসভায় প্রস্তাবটি পরাজিত হয়েছিল।

১২. অর্থনৈতিক নীতিমালা মূলত কর, ব্যয় এবং বরাদ্দ সংক্রান্ত নীতিমালা নিয়ে গঠিত। রাষ্ট্র এবং এর সংস্থাগুলি প্রায়শই অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করে।

---

৫ (২০০২) ২ এস সি সি ৩৩৩

রাজ্যের প্রতিটি নীতির বাস্তবায়নে ব্যয় জড়িত। যেহেতু নীতিতে তহবিলের ব্যয় জড়িত, তাই এটিকে অর্থনৈতিক নীতি বলা যায় না। নীতির মূল বৈশিষ্ট্য এবং লক্ষ্যযুক্ত ক্ষেত্রটি নীতির প্রকৃতি চিহ্নিত করার জন্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বিতর্কিত ঋণ মওকুফের প্রকল্পটি মূলত রাজ্য নীতির নির্দেশমূলক নীতিগুলির অনুসরণে একটি সামাজিক নীতি, যা মর্যাদা, আয় এবং সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়।

১৩. সুব্রামানিয়াম বালাজি বনাম তামিলনাড়ু রাজ্যে উপহারের প্রকল্পটি বিরোধিতার মুখে ছিল। একটি যুক্তি ছিল যে রঙিন টেলিভিশন সেট, ল্যাপটপ এবং মিক্সার-গ্রাইন্ডার বিতরণ সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করে কারণ আয়ের স্তর নির্বিশেষে উপহার বিতরণের ক্ষেত্রে অসমতা সমানভাবে বিবেচনা করা হয়। এই যুক্তিটি এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল যে উপহার বিতরণ রাজ্য নীতির নির্দেশমূলক নীতিগুলির বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত। এটি বলা হয়েছিল যে অনুচ্ছেদ ১৪ নীতি কেবল তখনই প্রযোজ্য হবে যখন রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ নাগরিকদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেয়ঃ

" ৭৮. রঙিন টিভি, ল্যাপটপ, মিক্সার-গ্রাইন্ডার ইত্যাদির আকারে রাষ্ট্রীয় অনুদানের বন্টন সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করে কারণ অসমতাপূর্ণদের সাথে সমান আচরণ করা হয়। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এই পদক্ষেপগুলি রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশমূলক নীতিগুলির বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত। অতএব, অসমতাপূর্ণদের সমান হিসাবে বিবেচনা না করার নীতির কোনও প্রয়োগ নেই যেমন রাষ্ট্রের উদারতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই নীতিটি কেবল তখনই প্রযোজ্য যেখানে আইন বা রাষ্ট্রের পদক্ষেপ নাগরিকদের উপর আর্থিক বা অন্য কোনও বোঝা চাপিয়ে দেয়। এছাড়াও, নির্দেশমূলক নীতিগুলি বাস্তবায়নের সময়, সংশ্লিষ্ট সরকারকে তার আর্থিক সম্পদ এবং জনগণের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করতে হবে। একটি ধরাবাঁধা সূত্র থাকতে পারে না। যদি কিছু সুবিধা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে যা স্পষ্টতই রাজ্যের সীমিত সম্পদের কারণে হতে পারে। সমস্ত কল্যাণমূলক ব্যবস্থা একবারে সমস্ত নাগরিকদের জন্য উপলব্ধ করা যায় না। রাজ্য ধীরে ধীরে সুবিধাটি প্রসারিত করতে পারে এবং এই নীতিটি এই আদালত দ্বারা বেশ কয়েকটি রায়ে স্বীকৃত হয়েছে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

---

৬ (২০১৬) ৯ এস সি সি ৬৫৯

ঋণ মওকুফের প্রকল্পটি রাজ্য নীতির নির্দেশমূলক নীতিগুলির অনুসরণেও। সুব্রামানিয়াম বালাজির (উপরে) পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে, এই প্রকল্পটি ১৪ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করে বলে ধরে নেওয়া যায় না কারণ এটি কোনও বোঝা চাপায় না কিন্তু একটি সুবিধা প্রদান করে। তবে, আমরা মনে করি যে এই প্রকল্পটি মৌলিক অধিকার, বিশেষ করে ভারতীয় সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন করে কিনা তা নির্ধারণ করা অপরিহার্য।

১৪, ভারতীয় সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে সমতা বিধিমালা আনুষ্ঠানিক সমতা নয়, বরং মৌলিক সমতা নির্ধারণ করে। এখন এটি একটি স্থির অবস্থান যে প্রতি শ্রেণীবিভাগ বৈষম্যমূলক এবং ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘনকারী নয়। ১৪ অনুচ্ছেদে কেবল শ্রেণী আইন নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং যুক্তিসঙ্গত শ্রেণীবিভাগ নয়। একটি শ্রেণীবিভাগ যুক্তিসঙ্গত, যখন বিচারপতি এস আর দাস দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম আনোয়ার আলী সরকারের রাজ্যে নির্ধারিত দ্বৈত পরীক্ষা পূরণ করা হয়ঃ

(i)শ্রেণীবিভাগ অবশ্যই একটি বোধগম্য পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে হতে হবে যা গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তি বা জিনিসগুলিকে গোষ্ঠী থেকে বাদ পড়া অন্যদের থেকে আলাদা করে; এবং

(ii)সংবিধি দ্বারা অর্জিত উদ্দেশ্যের সাথে পার্থক্যের অবশ্যই একটি যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক থাকতে হবে।

১৫. বিচারপতি দাস আনোয়ার আলী সরকার (উপরোক্ত) মামলায় বলেন যে, অন্তর্ভুক্ত শ্রেণী এবং গোষ্ঠী থেকে বাদ দেওয়া অন্যান্য শ্রেণীকে আলাদা করার জন্য অবশ্যই কিছু মাপকাঠি থাকতে হবে। এই প্রকল্পে শ্রেণিবিন্যাসের জন্য ব্যবহৃত পার্থক্য হল প্রত্যেক ব্যক্তির মোট জমির পরিমাণ। অতএব, প্রকল্পের উদ্দেশ্যে শ্রেণী গঠন করার জন্য একটি মাপকাঠি ব্যবহার করা হয়।

১৬. আবেদনকারী যুক্তি দেখান যে এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপঃ

(i) ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকরা খাদ্যের প্রধান উৎপাদক, যদিও প্রযুক্তি, ঋণ এবং মূলধনের সীমিত সুযোগ রয়েছে;

(ii) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা ফসল ঋণের সুবিধাভোগীদের ৮৫ শতাংশ। রাজ্যের উদ্দেশ্য হল ন্যূনতম তহবিল দিয়ে সর্বাধিক সুবিধাভোগীদের অন্তর্ভুক্ত করা। বাজেট বরাদ্দ, রাজস্ব সংগ্রহ এবং কৃষকদের জমির মালিকানার সাথে তাদের অবস্থানের মতো গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি বিবেচনা করে এই প্রকল্পটি তৈরি করা হয়েছে। এবং

১৯৫২ এস সি আর ২৮৪

(iii) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা দরিদ্র ও নিপীড়িত কৃষক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাই, বন্যা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তারা বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

১৭.অতএব, এই প্রকল্পটি প্রণয়নের জন্য তামিলনাড়ু রাজ্যকে যে কারণগুলি নির্দেশ করেছে বলে মনে হয়, সেগুলি হল-(i) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা তাদের হাতে থাকা সীমিত প্রযুক্তি ও মূলধনের কারণে অনিয়মিত জলবায়ু পরিস্থিতির কারণে আরও বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন; এবং (ii) রাজ্য ন্যূনতম তহবিলের মাধ্যমে সর্বাধিক সুবিধা প্রদান করতে চায়।

১৮. হাইকোর্টের কাছে পাল্টা হলফনামায় রাজ্যটি বলেছিল যে, ৫৭৮০ কোটি টাকার ফসল ঋণ মকুব করলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সুবিধা হবে। অন্যদিকে, ১৯৮০ কোটি টাকার ফসল ঋণ মকুব করলে অন্য কৃষকদের সুবিধা হবে। এই পরিসংখ্যানগুলি রাজ্যের এই যুক্তিকে সমর্থন করে যে, শুধুমাত্র প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের এই প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করলে ন্যূনতম, বিনিয়োগের জন্য সর্বাধিক সুবিধা পাওয়া যায়। তবে, এটি রাজ্য দ্বারা প্রবর্তিত কোনও প্রকল্পের উদ্দেশ্য হতে পারে না। প্রতিটি প্রকল্প যার মধ্যে আর্থিক বা বস্তুগত বিতরণ জড়িত থাকে, তার লক্ষ্য ন্যূনতম, ব্যয় সহ সর্বাধিক সুবিধা প্রদান করা। এইভাবে আর্থিক উদ্দেশ্যের উপর শ্রেণিবিন্যাস পরীক্ষা করা যায় না যা প্রতিটি প্রকল্পকে পরিচালিত করে।

১৯. কৃষকদের জন্য কৃষি ঋণ মওকুফের উদ্দেশ্য হল দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকদের উন্নতি করা, যারা অনিয়মিত আবহাওয়ার পরিস্থিতি, কম উৎপাদনের কারণে এবং বাজারের অবস্থার কারণে দামের পতনের সম্মুখীন হচ্ছেন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য একটি শ্রেণী হিসাবে কৃষকদের কল্যাণের প্রচারের উদ্দেশ্যটি ৩৮ অনুচ্ছেদে ভালভাবে স্বীকৃত। জমির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাসের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কোনও যুক্তিসঙ্গত যোগসূত্র রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা দরকার।

২০ . আমাদের মধ্যে একজন (ডঃ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়) 'নবতেজ সিং জোহর বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এ দ্বিমুখী পরীক্ষার অপ্রতুলতার উপর জোর দিয়েছিলেন যা বস্তুর উপর রূপকে উন্নীত করতে চায়। আইনের 'প্রভাব'-এর পরিবর্তে 'উদ্দেশ্য'-এর উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া হয়েছিল-বিশেষত যখন উদ্দেশ্যটি দৃশ্যমান হয়-ভারতীয় সংবিধানের অধীনে সমতা ধারাগুলির প্রকৃত অর্থকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নয়।

(২০১৮) ১০ এস. সি. সি ১

আদালত যাতে ধারা ১৪ লঙ্ঘনের একটি বাস্তব পর্যালোচনা করতে পারে, সেই জন্য ঐতিহ্যবাহী দ্বিমুখী শ্রেণিবিন্যাস পরীক্ষা সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন, যমজ পরীক্ষা যে আনুষ্ঠানিক প্রবণতার দিকে ঝুঁকে আছে তা থেকে দূরে। দ্বিমুখী পরীক্ষার বিস্তৃত পরামিতিগুলির মধ্যে, আমরা সমতা এবং বৈষম্যহীনতার বহুমুখী ক্রিয়াকলাপের উপর মনোযোগ দিয়ে আরও অনেক বাস্তব পর্যালোচনা করা অপরিহার্য বলে মনে করি।

২১. তামিলনাড়ু রাজ্য হাইকোর্টে দায়ের করা পাল্টা আবেদনে বলেছে যে শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন ছিল কারণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা তাদের সীমিত ক্ষমতা এবং সহায়তার কারণে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এটি বিচারিকভাবে স্বীকৃত যে আইনসভা ক্ষতির মাত্রা স্বীকার করতে স্বাধীন এবং যেখানে প্রয়োজন সবচেয়ে স্পষ্ট সেখানে তার বিধিনিষেধ বা সুবিধাগুলি সীমাবদ্ধ করতে পারে। "মহারাষ্ট্র রাজ্য বনাম ভারতীয় হোটেল ও রেস্তোরাঁ সমিতি", বোম্বে পুলিশ আইনের ধারা ৩৩- ক (১) যা খাওয়ার ঘর, পারমিট রুম বা বিয়ার বারে নৃত্য পরিবেশন নিষিদ্ধ করেছিল এবং ধারা ৩৩-খ যা সীমাবদ্ধ প্রবেশ বা তিন তারকা বা তার উপরে হোটেলগুলিতে এই ধরনের নৃত্যের অনুমতি দেয় বিরোধিতার অধীনে ছিল। রাজ্য যুক্তি দিয়েছিল যে ধারা ৩৩ ক (১) দ্বারা আচ্ছাদিত শ্রেণীর ক্ষতির মাত্রা আরও বেশি। দুই বিচারপতির বেঞ্চ বলেছিল যে, সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য রাষ্ট্রের অবশ্যই পর্যাপ্ত উপাদান থাকতে হবে বা ক্ষতির মাত্রার উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাসের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা একটি সাধারণ ঐকমত্য ভাগ করে নিতে হবে। আমরা মেনে নিতে পারি না যে জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের সাধারণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে ক্ষতির মাত্রা স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে। যেমন নবতেজ সিং জোহর (উপরে)-তে বলা হয়েছে, আইন বা সরকারের পরিকল্পনাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ নৈতিকতার ভিত্তিতে পরীক্ষা করা যায় না, তবে কেবল সাংবিধানিক নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে। যাইহোক, রাষ্ট্রের করা দাবিগুলি যুক্তিসঙ্গত উপাদান জমা দেওয়ার মাধ্যমে যুক্তির পরীক্ষায় না ফেলে গ্রহণ করা যায় না। কম মাত্রায় বোঝা অধিকার সুরক্ষাকে যথেষ্ট দুর্বল করে দেবে।

২২. এটি দাখিল করা হয়েছে যে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের ভোগ ব্যয় তাদের আনুমানিক আয়ের চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি, এবং ঋণের মাধ্যমে ঘাটতি পূরণ করা হয়।

"রাম কৃষ্ণ ডালমিয়া বনাম এস. আর তেণ্ডোলকর, এ. আই. আর ১৯৫৮ এস. সি ৫৩৮, মহম্মদ, হানিফ কুরেশি বনাম বিহার রাজ্য, এ. আই. আর ১৯৫৮ এস. সি ৭৩১; বিনয় বিশ্বম বনাম ভারত ইউনিয়ন, (২০১৭) ৭ এস. সি. সি ৫৯" = (২০১৩) ৮এস. সি. সি এস ১৯

"অপর্ণা চন্দ্র, 'ভারতে আনুপাতিকতাঃ কোথাও যাওয়ার সেতু' (২০২০) অক্সফোর্ড হিউম্যান রাইটস জার্নাল

'অন্যান্য শ্রেণীর' ৩,০১,৯২৬ জন কৃষকের তুলনায় ১৬,৯৪,১৪৫ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক কৃষি ঋণ গ্রহণ করেছেন, যা প্রমাণ করে যে অন্যান্য কৃষকদের তুলনায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উল্লেখযোগ্য মূলধন ঘাটতি রয়েছে।বিশাল মূলধন ঘাটতি, জলের ঘাটতি এবং বন্যার কারণে ফসলের বন্যার কারণে কৃষি আয় হ্রাসের সাথে মিলিত হয়ে আর্থিক সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সম্পদের ঘাটতি রয়েছে; খরা কাটিয়ে ওঠার জন্য তাদের বোরওয়েল নেই। এই কৃষকরা সাধারণত জমি, জল, উপকরণ, ঋণ, প্রযুক্তি এবং বাজারের সুবিধার জন্য বড় খামারের উপর নির্ভরশীল। দেখা গেছে যে, বড় কৃষকদের প্রায় ৪০ শতাংশ জমিতে খাল থেকে সেচ দেওয়া হয়, যেখানে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ২৫ শতাংশেরও কম জমিতে খাল বা বোরওয়েল দ্বারা সেচ দেওয়া হয় এবং তারা প্রায়শই বড় জমি থেকে ভাড়া জলের আশ্রয় নেয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি ছোট এবং 'প্রান্তিক খামারে উৎপাদিত ধান এমনকি ছোট কৃষকের পরিবারকে খাওয়ানোর জন্য যথেষ্ট হবে না। সুতরাং, তাদের বেশিরভাগই গণবন্টন ব্যবস্থা থেকে ভর্তুকিযুক্ত হারে শস্য কিনে (যেহেতু এই কৃষকরা দারিদ্র্যসীমার নিচে পড়ে) যাতে তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে পারে।

২৩. গ্রামীণ ভারতে কৃষি পরিবার ও জমি এবং পরিবারের হোল্ডিংসের পরিস্থিতি মূল্যায়ন, ২০১৯ "কৃষি পরিবার প্রতি গড় মাসিক আয় নিয়ে একটি বিস্তৃত আলোচনা করেছে। 'প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে ভারতের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা মূলত মজুরি উপার্জনকারী হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, ফসল উৎপাদন থেকে ০.০১ হেক্টর (০.০২ একর) এর কম জমির অধিকারী একটি কৃষি পরিবারের গড় মাসিক আয় ১,৪৩৫ টাকা এবং মজুরি থেকে ১ টাকা।' যখন একটি কৃষি পরিবারের তুলনায় ২-৪ হেক্টর জমি (৪.৯৪-৯.৮৮ একর) রয়েছে, তখন ফসল উৎপাদন থেকে আয় ৭,৯৪৫ টাকা এবং মজুরি থেকে আয় ৩,৫৪৮ টাকা। এই পরিসংখ্যানের একটি তুলনামূলক গ্রাফ নিম্নরূপ। এক্স-অক্ষটি কৃষিজাত পণ্য, মজুরি এবং অন্যান্য উৎস থেকে আয়ের শতাংশ নির্দেশ করে। ওয়াই-অক্ষটি কৃষকদের দখলে থাকা জমি নির্দেশ করে (হেক্টরগুলিতে):

"পারিজাত গোশ, কৃষকদের প্রতিবাদঃ কেন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা কৃষি আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন?, (১১ ডিসেম্বর, ২০২০) https://en.gaonconnection.com/farmers-protests-

why-are-small-and-marginal-farmers- protesting-against-the-farm-acts/

https://www.mospi.gov.in/documents/213904/301563//

Report_587m1631267040957.pdf/3793650e-8cf1-7872- ae90-51470c8d211c

আন্তঃসংযোগ কৃষি সমিতি [ডাঃ. ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়,বিচারপতি]

২৪ . প্রতি শ্রেণীর কৃষকদের মোট বকেয়া ঋণের পরিমাণও এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এই গণনায় দেখা গেছে যে, যে পরিবারগুলির জমি ০.০১ হেক্টরের কম, তারা কৃষি ঋণের ২ শতাংশ অ-কৃষি কাজের জন্য ব্যবহার করে। এর বিপরীতে, যে পরিবার ১০ হেক্টর জমির মালিক, তারা কৃষি ঋণের মাত্র ১৭.১ শতাংশ অ-কৃষি কাজের জন্য ব্যবহার করে। এটি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের দারিদ্র্যকে তুলে ধরে। ঋণগ্রস্ত কৃষি পরিবারের শতাংশ বন্টন থেকে বোঝা যায় যে, যে পরিবারগুলির জমি ০.০১-০৪০ হেক্টরের মধ্যে রয়েছে, তাদের মধ্যে ২৭ শতাংশ; ১-২ একরের মধ্যে যাদের জমি রয়েছে, তাদের মধ্যে ৩৪ শতাংশ ঋণগ্রস্ত। অন্যদিকে, ১ হেক্টরের বেশি জমির মালিকদের মধ্যে মাত্র ৪.৫ শতাংশ এবং ১০ হেক্টরের বেশি জমির মালিকদের মধ্যে ০.৬ শতাংশ ঋণগ্রস্থ। ঋণগ্রস্ত আগিকুটুরাল গৃহস্থালীর শতাংশ বন্টন

২৫. উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, শুধুমাত্র ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য বিতর্কিত প্রকল্পটির প্রয়োগ দুটি কারণে ন্যায্যঃ (i) খরা ও বন্যার মতো জলবায়ু সংকট মূলধন ও প্রযুক্তির অভাবে বড় জমির তুলনায় ছোট জমির ব্যাপক ক্ষতি করে এবং (ii) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা সমাজের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশের অন্তর্গত। অতএব, গ্রামীণ জনসংখ্যার অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশকে লক্ষ্য করে ঋণ মওকুফের প্রকল্পটি কার্যকরভাবে চালু করা হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশের উন্নতির জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ ব্যবহার করে সমাজে যথেষ্ট সমতা আনার প্রচেষ্টায় এই প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে। অন্যান্য কৃষকদের তুলনায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা যে পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন, তার কারণে এই প্রকল্পের সুবিধা শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীকে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত কারণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা নিজেদের মধ্যে একটি শ্রেণী গঠন করে। অতএব, জমির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিভাগ স্বেচ্ছাচারী নয় কারণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের অন্তর্নিহিত সুবিধাবঞ্চিত অবস্থার কারণে জলবায়ু পরিবর্তন বা অন্যান্য বাহ্যিক শক্তির প্রভাব অসম।

২৬. বিতর্কিত রায়ে হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে এই প্রকল্পটি উভয়ই অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অতি-অন্তর্ভুক্তিমূলক কারণ একজন ব্যক্তির দখলে থাকা জমির মোট পরিমাণ জমির রেজিস্টারের তথ্যের ভিত্তিতে গণনা করা হয় যা অসামঞ্জস্যের অনুমতি দেয়। এটি 'অন্যান্য কৃষক' বা 'বড় কৃষকদের' সুবিধা না দেওয়ার জন্য এই প্রকল্পটিকে কম-অন্তর্ভুক্তিমূলক বলে মনে করেছে। বিচারপতি কে কে ম্যাথিউ দ্বারা গুজরাট রাজ্য বনাম অ্যাম্বিকা মিলস ' -এর একটি বেঞ্চে সংবিধানের পক্ষে লেখার সময় কম-অন্তর্ভুক্তি এবং অতিরিক্ত-অন্তর্ভুক্তির অর্থ এবং পরিধি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

"৫৫. একটি শ্রেণীবিভাগ তখন কম-অন্তর্ভুক্ত হয় যখন শ্রেণীবিভাগের অন্তর্ভুক্ত সকলেই দুষ্টতার দ্বারা কলঙ্কিত হয় কিন্তু অন্যরাও কলঙ্কিত হয় যাদের শ্রেণীবিভাগ অন্তর্ভুক্ত করে না। অন্য কথায়, একটি শ্রেণীবিভাগ তখন কম-অন্তর্ভুক্ত হিসাবে খারাপ হয় যখন একটি রাজ্য এমনভাবে ব্যক্তিদের উপকৃত করে বা বোঝা চাপায় যা একটি বৈধ উদ্দেশ্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে কিন্তু একই সুবিধা প্রদান করে না বা একই বোঝা অন্যদের উপর রাখে না যারা একইভাবে অবস্থিত। একটি শ্রেণীবিভাগ অতি-অন্তর্ভুক্তিমূলক হয় যখন এতে কেবল সেই উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে একইভাবে অবস্থিত নয়, অন্যরা যারা একইভাবে অবস্থিত নয় তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্য কথায়, এই ধরণের শ্রেণীবিভাগ আইনের লক্ষ্যবস্তুতেজড়িত

"(১৯৭৪ ৪৮CC ৬৫৬

দুষ্কর্মের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের শ্রেণীর তুলনায় বিস্তৃত পরিসরের ব্যক্তিদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেয়।হেরোদ একটি নির্দিষ্ট দিনে জন্মগ্রহণকারী সমস্ত ছেলে সন্তানের মৃত্যুর আদেশ দিয়েছিলেন কারণ তাদের মধ্যে একটি একদিন তার পতন ঘটাবে এই ধরনের শ্রেণিবিন্যাস ব্যবহার করে।

৫৬. যেহেতু শ্রেণীবিভাগটি আইনের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে একই অবস্থানে থাকা সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে না, তাই 'শ্রেণীবিভাগ' প্রথমে লজ্জাজনক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আদালত আইনসভাগুলি যে প্রকৃত সমস্যার মধ্যে কাজ করে তা স্বীকার করেছে- আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং সমাজের উভয় প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত অসুবিধাগুলি যা আইনটি বহুবর্ষজীবীভাবে পুনরায় আকার দেওয়ার চেষ্টা করে-এবং এটি বিবেচনাধীন শ্রেণীবিভাগীয় বৈষম্যকে মূর্ত করে এমন সমস্ত আইনকে নির্বিচারে বাতিল করতে অস্বীকার করেছে। শ্রী জাস্টিস হোমস, নিম্ন-অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণিবিন্যাসের সহনশীলতার আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন যে এই জাতীয় আইনকে আদালত দ্বারা বিঘ্নিত করা উচিত নয় যদি না এটি স্পষ্টভাবে দেখতে পায় যে আইনের কোনও ন্যায্য কারণ নেই যার জন্য সমান শক্তির সাথে এটির সম্প্রসারণের প্রয়োজন হবে না যাদের এটি অস্পৃষ্ট রাখে। [মিসৌরি, কেএন্ডটি রাই বনাম ১৯৪ ইউএস ২৬৭,২৬৯] তাহলে, সম্প্রসারণ না করার ন্যায্য কারণগুলি কী? যখন অর্থনৈতিক ও কর সম্পর্কিত ক্ষেত্রে একটি স্বল্প-অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণিবিন্যাস তৈরি করার আইনের মুখোমুখি হয় তখন আদালতের কী করা উচিত? তার রায় দ্বারা আইনসভাকে নিষ্ক্রিয়তা বা পরিপূর্ণতার মধ্যে বেছে নিতে বাধ্য করা উচিত?

২৭. অ্যাম্বিকা মিলস (উপরে) ক্ষতির মাত্রা, প্রশাসনিক সুবিধা এবং আইনী পরীক্ষার স্বীকৃতির ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তির অভাবকে ন্যায়সঙ্গত করেছে। মিসৌরিতে বিচারপতি অলিভার ওয়েন্ডেল হোমসের পর্যবেক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছিল, কেএন্ডটি আরলি বনাম মে ', যে "আইনটি আদালত দ্বারা বিঘ্নিত হওয়া উচিত নয় যদি না এটি স্পষ্টভাবে দেখতে পায় যে আইনের কোনও ন্যায্য কারণ নেই যা সমান শক্তিতে তার সম্প্রসারণের প্রয়োজন হয় না যাদের এটি অস্পৃষ্ট রাখে", এই বলে যে বিচার বিভাগকে অবশ্যই এই জাতীয় ক্ষেত্রে আত্মসংযম অনুশীলন করতে হবে। এনপি বাশেরে বনাম কেরালা রাজ্য ", এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে যদি অতিরিক্ত অন্তর্ভুক্তি এবং কম অন্তর্ভুক্তির মাত্রা প্রান্তিক হয়, তবে এটি সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘনকারী বলে গণ্য করা যাবে না।

---

১৯৪ ইউ. এস. ২৬৭,২৬৯

২০০৪ (২) এস. সি. আর ২২৪

২৮। শ্রেণীবিভাগটি কম-অন্তর্ভুক্তিমূলক কিনা তা নির্ধারণের সাথে শেষ পর্যন্ত উপায়ের সম্পর্ক নির্ধারণের সময় আদালত যে পরীক্ষাটি গ্রহণ করে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এই আদালত ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন হয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য দ্বিমুখী পরীক্ষা অনুসরণ করে। পরীক্ষার জন্য আদালতকে নির্ধারণ করতে হবে যে উদ্দেশ্যটি অর্জনের জন্য কোনও যুক্তিসঙ্গত যোগসূত্র রয়েছে কিনা। বিচারপতি পি এন ভগবতী (যেমন, পণ্ডিত প্রধান বিচারপতি তখন ছিলেন) ইপি রয়প্পা বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য মামলায় রায় দিয়েছিলেন যে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের স্বেচ্ছাচারিতা ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন গঠন করার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং, এটি স্বীকৃত হয় যে সংবিধানে পরিকল্পিত সমতা মতবাদ কেবল তুলনামূলক অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধে নয়, তুলনাহীন অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধেও নিশ্চয়তা দেয়। মডার্ন ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার বনাম মধ্য প্রদেশ রাজ্য মামলায় এই আদালত আনুপাতিকতা পরীক্ষা আহ্বান করে আইন এবং নিয়মগুলির বৈধতা পরীক্ষা করার সময় যা ভর্তি, ফি নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল এবং বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্নাতকোত্তর কোর্সের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। সুব্রামানিয়ান স্বামী বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলায়, আদালত আনুপাতিকতা পরীক্ষা ব্যবহার করে নির্ধারণ করে যে আইপিসির ধারা ৪৯৯ এবং ৫০০ এর অধীনে নির্ধারিত ফৌজদারি মানহানির অপরাধ ধারা ১৯ (১) (ক) এর অধীনে বাকস্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা লঙ্ঘন করে কিনা। বিচারপতি পুট্টস্বামী (৯জে) বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, এই আদালতের নয় সদস্যের বেঞ্চ বলেছিল যে গোপনীয়তার অধিকার একটি মৌলিক অধিকার। গোপনীয়তার অধিকারের উপর যে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা যেতে পারে তা নির্ধারণের প্রেক্ষাপটে আনুপাতিকতা মান ব্যবহার করা হয়েছিল। সংবিধান বেঞ্চ তখন বিচারপতি পুট্টস্বামী (অবসরপ্রাপ্ত) বনাম ভারত ইউনিয়নের আনুপাতিকতা পরীক্ষা নিয়ে কাজ করেছিল, "আধার প্রকল্পটি কোনও ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘন করেছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য। আমাদের আদালত অ-শ্রেণিবদ্ধ স্বেচ্ছাচারিতা নির্ধারণ করতে আনুপাতিকতা মান ব্যবহার করেছে এবং শ্রেণীবিভাগ নির্বিচারে কিনা তা নির্ধারণ করতে দ্বৈত পরীক্ষা ব্যবহার করেছে।

(১৯৭৪) ৪ এসসিসি ৩

দেখুন তরুণভ খৈতান, সুজিত চৌধুরী, মাধব খোসলা, প্রতাপ ভানু মেহতা (সংস্করণ), দ্য অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুক অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ২০১৬)

(২০১৬) ৭ এসসিসি ৩৫৩

(২০১৬) ৭ এসসিসি ২২১,

(২০১৭) ১০ SCC ১

(২০১৯) ১ SCC ১

২৯. অনুজ গর্গ বনাম ভারতীয় হোটেল সংস্থা মামলায়, আদালত পাঞ্জাব আবগারি আইন ১৯১৪-এর ৩০ ধারার সাংবিধানিক বৈধতা নির্ধারণ করে যেখানে "পঁচিশ বছরের কম বয়সী কোনও পুরুষ" বা "কোনও মহিলার" নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে যেখানে মদ বা মাদক সেবন করা হয়। এই শ্রেণিবদ্ধ বিধানটিকে ভারতীয় সংবিধানের ১৯ (১) (ছ), ১৪ এবং ১৫ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘনের জন্য বিরোধ করা হয়েছিল। এটি বলা হয়েছিল যে আইনটি কার্যকরভাবে মহিলাদের নিপীড়নকে স্থায়ী করে। বিধানটির বৈধতা নির্ধারণে, আদালত আনুপাতিকতা মান প্রয়োগ করেঃ

"৫০. এই ধরনের সুরক্ষামূলক বৈষম্য আইন পর্যালোচনা করার জন্য পরীক্ষায় দুই-দিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন হবেঃ

(ক) আইনি হস্তক্ষেপ (তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে যৌন বৈষম্যমূলক বৈধকরণ দ্বারা প্ররোচিত) নীতিগতভাবে ন্যায়সঙ্গত হওয়া উচিত,

(খ) পরিমাপের দিক থেকে এটি আনুপাতিক হওয়া উচিত।

৩০. ভারতীয় সংবিধানের ১৫ (১) অনুচ্ছেদে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, 'ধর্ম, বর্ণ, বর্ণ, লিঙ্গ, জন্মস্থান বা এগুলির কোনওটির ভিত্তিতে রাষ্ট্র বৈষম্য করবে না। যেহেতু অনুজ গর্গে (উপরে)' সুরক্ষামূলক বৈষম্য '১৫ অনুচ্ছেদের একটি ভিত্তিতে ছিল, তাই আদালত মনে করেছিল যে এটি উচ্চতর মাত্রার তদন্তের ভিত্তিতে তার সাংবিধানিকতা পরীক্ষা করার জন্য উপযুক্ত। বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা নবতেজ সিং জোহর (উপরে)-তে একই ধরনের যুক্তি তুলে ধরেছিলেন যেখানে তিনি বলেছিলেন যে আইপিসি-র ৩৭৭ ধারা যুক্তিসঙ্গত সংযোগ পরীক্ষাটি পূরণ করে না কারণ "আইনটি কোনও ব্যক্তির অন্তর্নিহিত এবং মূল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণ করে, এটি একটি বোধগম্য পার্থক্যের ভিত্তিতে যুক্তিসঙ্গত শ্রেণিবিন্যাস গঠন করতে পারে না।"

৩১, যদিও অ-শ্রেণিবিন্যাস স্বেচ্ছাচারিতা আনুপাতিকতার পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে পরীক্ষা করা হয়, যেখানে উপায়গুলি বস্তুর সাথে আনুপাতিক হতে হবে, শ্রেণিবিন্যাস স্বেচ্ছাচারিতা যুক্তিসঙ্গত নেক্সাস পরীক্ষায় পরীক্ষা করা হয়, যেখানে উপায়গুলি বস্তুর সাথে একটি 'সংযোগ' ভাগ করে নিলে এটি যথেষ্ট। পরীক্ষার অধীনে প্রমাণের মাত্রা এই আদালতের রায়কে প্রভাবিত করবে যে আইনটি কম-অন্তর্ভুক্তিমূলক বা অতিরিক্ত-অন্তর্ভুক্তিমূলক কিনা। একটি আইন, সুন্ডার-অন্তর্ভুক্তিমূলক 'যদি এটি সমস্যার অংশ হওয়া সমস্ত অভিনেতাদের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়। এটি' অতিরিক্ত-অন্তর্ভুক্তিমূলক 'যদি এটি এমন অভিনেতাদের নিয়ন্ত্রণ করে যারা সমস্যার অংশ নয় যা আইনটি সম্বোধন করতে চায়।

(২০০৮) ৩ এস. সি. সি. ১

স্বল্প অন্তর্ভুক্তি এবং অতি-অন্তর্ভুক্তি নির্ধারণ এবং এর প্রতি শ্রদ্ধার মাত্রা পরীক্ষার সম্পর্কের ('যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক' বা 'আনুপাতিক') উপর নির্ভর করে।

৩২. আনুপাতিকতা পরীক্ষার বিপরীতে, নেক্সাস পরীক্ষাটি উপায়গুলি সংকুচিত করার জন্য বা উদ্দেশ্য অর্জনের সর্বোত্তম উপায় খুঁজে বের করার জন্য তৈরি করা হয় না। যদি উপায়গুলির উদ্দেশ্যটির সাথে একটি 'যুক্তিসঙ্গত সংযোগ' থাকে তবে এটি যথেষ্ট। অতএব, আদালতগুলি যুক্তিসঙ্গত নেক্সাস পরীক্ষা প্রয়োগ করা হয় এমন মামলাগুলির প্রতি আরও বেশি সম্মান দেখায়। শ্রেণিবিন্যাসের জন্য আরও বেশি সম্মান দেখানো হয় কারণ আইনসভা ক্ষতির মাত্রার ভিত্তিতে মূল সমতার নীতির ভিত্তিতে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারে এবং এই ধরনের শ্রেণিবিন্যাসের জন্য গাণিতিক নির্ভুলতার প্রয়োজন হয় না। ভারতীয় আদালতগুলি শ্রেণিবদ্ধকরণের বিধানগুলিতে আনুপাতিকতা মান প্রয়োগ করে না। যদিও অনুজ গর্গ (উপরে)-এর দুই বিচারপতির বেঞ্চ ১৫ অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে প্রতিরক্ষামূলক বৈষম্যের জন্য আনুপাতিকতা মানকে স্পষ্ট করে দিয়েছে; এবং নবতেজ সিং জোহর (উপরে)-এর বিচারপতি মালহোত্রা বলেছেন যে যখন কোনও ব্যক্তির 'সহজাত এবং মূল বৈশিষ্ট্য'-এর উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় তখন অবশ্যই কম সম্মানের অনুমতি দেওয়া উচিত। যেহেতু বিতর্কিত পরিকল্পনায় শ্রেণিবিন্যাস ১৫ অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে বা কোনও ব্যক্তির 'সহজাত এবং মূল বৈশিষ্ট্য'-এর ভিত্তিতে নয়, তাই এটিকে কম-অন্তর্ভুক্তি এবং অতিরিক্ত অন্তর্ভুক্তির কথিত ভিত্তিতে বাতিল করা যায় না।

৩৩. তামিলনাড়ুতে তৎকালীন ক্ষমতায় থাকা দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অনুসরণে ইস্যু করা প্রকল্পটি চালু করা হয়েছিল। হাইকোর্টের মতে, যেহেতু এই প্রকল্পটি একটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অনুসরণে ছিল, তাই এটি সাংবিধানিকভাবে সন্দেহজনক। এই দৃষ্টিভঙ্গি এমন একটি ধারণার ভিত্তিতে করা হয়েছিল যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে কোনও গবেষণা করা হয়নি। এটি প্রতিষ্ঠিত আইন যে কেবলমাত্র নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে এই প্রকল্পটিকে সাংবিধানিকভাবে সন্দেহজনক বলে ধরে নেওয়া যায় না। যে অভিপ্রায় নিয়ে এই প্রকল্পটি চালু করা হয়েছিল তা নির্বিশেষে সংবিধানের মধ্যে একটি প্রকল্পকে সন্দেহজনক বলে গণ্য করা যেতে পারে। তামিলনাড়ু রাজ্য দ্বারা প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সাংবিধানিক বিরোধের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে। হাইকোর্ট অন্যথায় ধরে রাখতে ভুল করেছে। কার্যধারার মুলতুবি থাকার সময় পরিস্থিতি মূল্যায়নের ভিত্তিতে রাজ্য একটি বিস্তৃত কভারেজ দিয়েছে।

"শিবরামানিয়াম বালান (এন ৬)

৩৪. উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, আপিল অনুমোদিত হয় এবং ৪ এপ্রিল ২০১৭ তারিখের মাদুরাই বেঞ্চে মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায় বাতিল করা হয়।

৩৫. সমস্ত মুলতুবি থাকা আবেদন (গুলি) নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

নিধি জৈন আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

Shyamal Gupta